"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা তোমাদের জন্য দূরদেশ থেকে এসেছেন নতুন রাজ্য স্থাপন করার জন্য, তোমরা এখন স্বর্গের উপযুক্ত হয়ে উঠছো"

*প্রশ্নঃ - - যে বাচ্চাদের শিববাবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার লক্ষণ (চিহ্ন) কী?

*উৎতরঃ - — তারা চোখ বন্ধ করে বাবার শ্রীমতে চলে, বাবা যে আদেশ দিয়ে থাকেন। কখনোই ভাবনাতেই আসে না যে, কোনও ক্ষতি না হয়ে যায়। কেননা এমন দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন বাচ্চাদের দায়িৎব বাবা স্বয়ং নিয়েছেন। তারা দৃঢ় নিশ্চয়ের শকিত প্রাপ্ত করে থাকে। তাদের স্থিতি অচল, অটল হয়ে যায়।

*গীতঃ- — তুমিই মাতা, তুমিই পিতা....

ওম্ শান্তি । এটা কার মহিমা শুনলে ? যাকে পৃথিবীতে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই মহিমা উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার। এছাড়া যারই মহিমা করুক না কেন সবই অর্নথক হয়ে যায়। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন এক বাবা। কিন্তু বাবার পরিচয় কে দেবে ? তিনি স্বয়ং এসে নিজের এবং আৎমাদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কোনো মানুষেরই আৎমার পরিচিতি নেই। যদিও বলে থাকে মহান আৎমা, জীব আৎমা। শরীর যখন ছেড়ে চলে যায় তখন বলে — আৎমা বেরিয়ে গেল । শরীর মরে যায়। আৎমা অবিনাশী। আৎমার কখনও বিনাশ হয় না। আৎমা যা নকষৎর স্বরূপ, সেটা অতি সূকৎম। এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। আৎমাই সব র্কতবয করে, কিন্তু প্রতিটি মূহুর্তে দেহ-অভিমান থাকার কারণে বলে থাকে আমি অমুক, আমি এটা করেছি। বাস্তবে তো সব আৎমাই করে থাকে। শরীর তো অরগ্যান্স। সাধু, সন্যাসীরাও জানে যে আৎমা অতি সূকৎম যা ভ্রুকুটির মাঝখানে বিরাজ করে, কিন্তু তাদের এই জ্ঞান নেই যে, আৎমার মধেযই ভূমিকা পালন করার সংস্কার সঞ্চিত থাকে। কেউ বলে — আৎমার মধেয সংস্কার থাকে না, আৎমা নির্লেপ হয়। কেউ বলে সংস্কার অনুসারে জন্ম হয়। অনেক মতভেদ আছে। এটাও কারো জানা নেই কোন আৎমারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। তোমরা জান র্সূযবংশীয়রাই ৮৪ চকর ঘোরে। আৎমাই ৮৪ চকর ঘুরে পতিত হয়ে যায়। তাদের এখন কে পবিৎর করে তুলবে ? পতিত-পাবন উচ্চ থেকে উচ্চতর এক বাবাই পবিৎর করে তুলতে পারেন, ওঁনার মহিমাও সবচেয়ে উচ্চ। ৮৪ জন্ম সবাই তো নেবেনা। যারা পরে আসবে তারা তো ৮৪ জন্ম নিতে পারবে না। সবাই একসাথে তো আসবে না। যারা প্রথম-প্রথম সৎয যুগে আসবে, র্সূয বংশী রাজা এবং প্রজা তারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে। পরে তো জনসংৎযা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাইনা। তারপর কারো ৮৩ কারোও বা ৮০ টা জন্ম হয়। সৎযযুগে সর্ম্পূণ আয়ু হয় ১৫০ বছরের। কারো মৃৎযুই তাড়াতাড়ি হয়না। এসব বিষয়ে বাবাই বসে বোঝান। এখন কেউ-ই পরমপিতা পরমাৎমাকে জানে না। বাবা বুঝিয়েছেন যেমন তোমাদের আৎমা, তেমনই আমারও। তোমাদের জন্ম-মৃৎযুর চকের আসতে হয়, আমাকে আসতে হয়না। আমাকে আহবান করা হয় যখন সবকিছু পতিত হয়ে যায়। যখন খুব দুঃখি হয়ে পড়ে তখনই আহবান করে। বাচ্চারা শিববাবা এখন তোমাদের শিকষা প্রদান করছেন।

কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে কিভাবে মানবো যে পরমাৎমা আসেন ! ওদের বোঝাতে হবে যে সবাই আহবান করে বলে — হে পতিত-পাবন এসো। উনি হলেন নিরাকার, ওঁনার নিজের শরীর নেই, আসেন এই পতিত দুনিয়াতে। পবিৎর দুনিয়াতে তো যাবেন না। (পতিত দুনিয়াতে আসতে হয় পবিৎর করে তোলার জন্য, পবিৎর দুনিয়াতে ভগবানের আসার প্রয়োজন পড়ে না) । এভাবে বোঝাতে হবে। এটাও বোঝাতে হবে পরমাৎমা বিন্দু স্বরূপ এতো সূকৎম যেমন আৎমাও ছোটট। কিন্তু উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ,এবং নলেজফুল। বাবা বলেন তোমরা আমাকে পরমপিতা পরমাৎমা বলে থাকো। আহবান কর যখন তবে তো নিশ্চয়ই আসতে হবে। গাওয়াও হয় দূরদেশ নিবাসী এসেছেন অন্যের দেশে। বাবার কাছ থেকেই এখন জেনেছি যে আমরা এখন অন্যের দেশে র্অথাত্ রাবণের দেশে আছি। সৎযযুগ ৎেরতায় আমরা ঈশ্বরীয় দেশ র্অথাত্ নিজের দেশে ছিলাম তারপর দ্বাপর থেকে আমরা অন্যের দেশ, অন্যের রাজ্যে চলে আসি। বাম মার্গে চলে আসি। তারপর শুরু হয় ভকিত। প্রথমে তো শিববাবাকেই ভকিত করে ,শিবলিঙ্গাকে কত বড়ো করে তৈরি করে, কিন্তু এতো বড়ো তো তিনি নন। এখন তোমরা বুঝেছ আৎমা আর পরমাৎমার মধেয কি র্পাথকয আছে! তিনি নলেজফুল, চির পবিৎর, সুখের সাগর, আনন্দের সাগর। এটাই তো পরমাৎমার মহিমা। তাঁকে আহবান করা হয় হে পতিত-পাবন এসো। তিনি হলেন পরমপিতা যিনি কল্পে-কল্পে আসেন। দূরদেশ নিবাসী পথিককে আহবান করা হয়, তাঁর মহিমা গাওয়া হয়। বরহমা, সরস্বতীকে আহবান করা হয়না। আহবান করে নিরাকার পরমাৎমাকে। আৎমা ডেকে বলে দূরদেশ থেকে এখন অন্যের দেশে এসো , কেননা সব পতিত হয়ে গেছে। আমিও যাই, যখন রাবণ রাজ্য শেষ হতে চলেছে। আমি আসি সঙ্গম যুগে, এটা কারও জানা নেই।

বলাও হয় উনি পরম আৎমা, বিন্দু। আজকাল তো বলে থাকে প্রতিটি আৎমা পরমাৎমা এবং পরমাৎমা প্রতিটি আৎমা। আৎমা কখনও পরমাৎমা হতে পারে না। আৎমা, পরমাৎমা দুইই আলাদা। রূপ দুইয়েরই একরকম। কিন্তু আৎমাকে পতিত হতে হয়, ৮৪ জন্মের জন্য ভূমিকা পালন করতে হয়। পরমাৎমা জন্ম-মৃৎযু রহিত। যদি আৎমাকেই পরমাৎমা বলা হয় তবে কি সতোপ্রধান পরমাৎমা তমোপ্রধান হয়ে যায়! না,

এটা তো হতে পারে না। বাবা বলেন আমি আসি সব আৎমাদের সাভিস করার জন্য। তারা আমার জন্মের কথা বলতে পারেনা। আমি আসি নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তুলতে। তিনি স্বর্গ স্থাপনা করার জন্যই বিদেশে (লৌকিক, সীমিত দুনিয়া) এসেছেন। বাবাই এসে আমাদের স্বর্গের উপযুকত করে তোলেন। এটাও বোঝান হয়েছে প্রৎযেক আৎমার ভূমিকা আলাদা-আলাদা। পরমাৎমা জন্ম-মৃৎযু রহিত (জন্ম-মৃৎযুর চকের আসেন না)। পরমাৎমা আসেন তবেই তো শিবরাৎির পালন করা হয়। কিন্তু তিনি কবে আসেন, কেউ জানেনা। না জেনে এভাবেই শিবজয়ন্তী পালন করে থাকে। তিনি অবশ্যই সঙ্গমে আসেন,স্বর্গ স্থাপনা করার জন্য। পতিতদের পবিৎর করে তোলার জন্য অবশ্যই সঙ্গমেই আসবেন তাইনা। পাবন সৃষ্টি হলো স্বর্গ। আহবান করে বলে পতিত-পাবন এসো। অবশ্যই পতিত দুনিয়া বিনাশের সময়, তবেই তো পবিৎর দুনিয়া স্থাপন করবেন। যুগে-যুগে তিনি আসেন না। বাবা বলেন — আমাকে সঙ্গম যুগেই এসে পতিত দুনিয়াকে পবিৎর করে তুলতে হয়। এটা অন্যের দেশ, রাবণের দেশ। কিন্তু কোনো মানুষই জানেনা যে রাবণের রাজ্য চলছে। কবে থেকে এই রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল, কিছুই জানা নেই। প্রধান বিষয়ই হলো আৎমা আর পরমাৎমার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে,তারপর বোঝাতে হবে উনি কল্পের সঙ্গম যুগে আসেন পবিৎর করে তোলার জন্য। এই র্কতবয পরমাৎমার, কৃষ্ণের নয় । শ্রী কৃষ্ণ তো স্বয়ং ৮৪ জন্ম নিয়ে নীচে নেমে এসেছে র্সূযবংশীয়রা সবাই নীচে নেমে আসে। কল্প-বৃকষ অর্ধেক তরতাজা, অর্ধেক পুরানো তো হবেই না ! জড়াজীর্ণ অবস্থা সবকিছুর হয়ে থাকে। কল্পের আয়ুও মানুষের জানা নেই। শাস্ৎরতেও র্দীঘ আয়ুর কথা বলা হয়েছে। বাবাই এসে সব বোঝান। এর মধেয আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রচয়িতা বাবা সৎযই বলেন । আমরা এতো সংৎযক বি.কে সবাই মানি। নিশ্চয়ই সৎয তবেই তো মানি। তোমরা যেমন এগিয়ে যাবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে তখনই বুঝতে সকষম হবে। প্রথমে মানুষকে এটাই বোঝাতে হবে পরমপিতা পরমাৎমা নিরাকার দূরদেশ থেকে এসেছেন। কোন শরীরে এসেছেন ? সূকষ্ম বতনে এসে তিনি কি করবেন ? নিশ্চয়ই এখানেই আসতে হবে। প্রজাপিতা বরহমাকেও এখানে থাকা প্রয়োজন। বরহমা কে, তাও বাবা বসে বোঝান। যার মধেয প্রবেশ করি সেও তার জন্মকে জানতো না সুতরাং বাচ্চারাও জানেনা। বাচ্চারা আমার হয় যখন আমি অ্যাডপ্ট করি, আমি এই সাকার শরীর দ্বারা বাচ্চাদের বোঝাই যে, তোমরা নিজের জন্মকে ভুলে গেছ, এখন সৃষ্টি চকর সর্ম্পূণ হতে চলেছে তারপর আবার রিপিট হবে। আমি এসেছি পবিৎর করে তোলার জন্য, রাজযোগ শেখাতে। এছাড়া পবিৎর হওয়ার আর কোনো পথ নেই। যদি এই রহস্য মানুষ জানত তবে গঙ্গা ইৎযাদি নদীতে স্নান করতে, মেলা, র্তীথ ইৎযাদিতে যেত না। এই জলের নদীগুলিতে সব সময় স্নানই করতে থাকে। দ্বাপর থেকে করে আসছে। মানুষ মনে করে গঙ্গায় ডুব দিলেই পাপ নাশ হবে। কিন্তু কারো পাপ নাশ হয়না। প্রথমে তাদের আৎমা আর পরমাৎমার রহস্য বুঝিয়ে বলো, আৎমারাই পরমাৎমা বাবাকে আহবান করে থাকে, তিনি নিরাকার। অরগ্যান্স (অঙ্গ,কর্মেন্দ্রিয়) দ্বারাই আৎমা আহবান করে, ভকিত করার পর ভগবানকে আসতেই হবে, এটাও ডরামায় র্নিধারিত।

বাবা বলেন — আমাকে নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য আসতে হয়। শাস্ৎরতেও লেখা আছে ভগবান সঙ্কল্প করেছিলেন সুতরাং ডরামার প্ল্যান অনুসারেই সঙ্কল্প উঠেছিল। প্রথমে এই বিষয়গুলো কিছুই তোমরা বুঝতে না। প্রতিদিন একটু-একটু করে বুঝতে পারছ। বাবা বলেন — আমি তোমাদের নতুন-নতুন অতি গুহয (গভীর, গুরুৎবর্পূণ) বিষয় শুনিয়ে থাকি। শুনতে -শুনতে তোমরাও বুঝতে পার , প্রথমে এমনটা বলতে না যে শিববাবা পড়াচ্ছেন। এখন ভালো ভাবে বুঝে গেছ, বোঝার জন্য আরও অনেক বিষয় আছে। প্রতিদিন বুঝিয়ে থাকি কিভাবে কাউকে বোঝানো উচিত। প্রথমে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে অসীম জগতের পিতা বোঝাচ্ছেন নিশ্চয়ই তিনি সৎয বলবেন। এতে বিভরান্তির কোনও বযাপার নেই। বাচ্চাদের মধেয কেউ পাককা (শকিতশালী) কেউবা কাচা (র্দুবল)। কাচা হলে কাউকে বোঝাতে পারবে না। স্কুলেও নম্বরানুসারে হয় (পড়াশোনার অগ্রগতি অনুযায়ী)। অনেকের মধেযই এই সংশয় থাকে যে আমরা কিভাবে বুঝব যে পরমপিতা পরমাৎমা এসে জ্ঞান প্রদান করেন কেননা তাদের বুদ্ধিতে আছে শ্রী কৃষ্ণ জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। এই পতিত দুনিয়াতে কৃষ্ণ তো এখন আসতে পারে না। এটাই ওদের কাছে প্রমাণ করো পরমাৎমাকেই আসতে হয়, পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে। বাবা বোঝান প্রৎযেকের নিজ-নিজ বুদ্ধ আছে কেউ চট করে বুঝে নেয় । যতটুকু সম্ভব বোঝাতে হবে। বরাহমণ সবাই একরকম হবে না, কিছু বাচ্চাদের মধেয ভীষণ রকম দেহ-অভিমান থাকে। বাবাও জানেন বাচ্চাদের মধেয নম্বরানুসারে আছে। বাবার ডায়রেকশন অনুযায়ী বাচ্চাদের চলতে হবে। বড় বাবা (শিববাবা) যা বলেন, সেটা মানা উচিত। গুরু ইৎযাদিদের তো মেনে এসেছ। এখন বাবা যিনি স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছেন ,তাঁর কথা চোখ বন্ধ করে মানা উচিত। কিন্তু এমন নিশ্চয় (অটুট বিশ্বাস) বুদ্ধি বাচ্চাদের নেই। এতে কোনো লাভ হোক বা কষতি গ্রহণ করা উচিত। মনে কর এতে কোনো কষতিই হবে তবুও বাবা বলছেন না! সবসময় মনে করবে — শিববাবা বলছেন। এমনটা ভেবোনা যে বরহমা বলছেন। শিববাবার দায়িৎব। এটা (বরহমা) তাঁর রথ এবং তিনি অবশ্যই সবকিছু ঠিক রাখবেন। তিনি বলেন আমি এখানে বসে আছি। সবসময় মনে রেখো শিববাবা যিনি সবকিছু বলছেন। বরহমা কিছুই জানে না। সবসময় এভাবেই ভাবো, এই বিশ্বাস থাকা উচিত। শিববাবা বলেন আমার কথা মেনে চললে তোমাদের কল্যাণ হবে। এই বরহমাও যদি কিছু বলে থাকে তার দায়িৎবও আমার। বাচ্চারা তোমরা চিন্তা করোনা। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অবস্থা আরও শকিতশালী হবে। বির্কম বিনাশ হবে, শকিত পাবে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শকিত বৃদ্ধি হবে।

যে শ্রীমতে চলে সাভিস করবে সেই উচ্চ পদ পাবে। অনেকের মধেযই ভীষণ ভাবে দেহ-অভিমান থাকে। বাবাকে দেখ সব বাচ্চাদের সাথে কত ভালোবাসার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন। সবার সাথে কথা বলেন। বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন ভালোভাবে বসেছ ? কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? বাচ্চাদের প্রতি অসীম জগতের পিতার অধিক ভালোবাসা থাকে। যে যত শ্রীমত অনুসারে চলে সাভিস করে সেই অনুসারে ভালোবাসা

থাকে। শুধুমাৎর সাভিসেই লাভ আছে। সাভিসের জন্য অস্থি দিতে হয়। বাচ্চারা যখন সাভিস করে তখন তারা হৃদয়ে বসে থাকে এবং প্রথম শ্রেণীর বাচ্চা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু চলতে-চলতে কারো উপর স্নেহের প্রভাব বিস্তার করে, কারণ মায়ার মুখোমুখি হতে হয় না ! স্নেহের কারণে জ্ঞানও ধারণ হয়না। কেউ আবার বিনা কলান্তিতে র্কম দ্বারা সেবা করতেই থাকে ।

তোমাদের কাজ হলো সবাইকে সুখধামের মালিক করে তোলা। কাউকে দুঃখ দেবে না। জ্ঞান না থাকার কারণে দুঃখ দিয়ে থাকে। যতই বোঝাও না কেন বুঝতেই চায়না। প্রথমে আৎমা আর পরমাৎমাকে বোঝাতে হবে। কিভাবে আৎমার মধ্যে ৮৪ জন্মের র্পাট সঞ্চিত থাকে, যা অবিনাশী, যা কখনোই পরির্বতন হবে না, ড্রামাতে ফিকসড হয়ে আছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে তারা কখনোই টালমাটাল হবে না (স্থিতি ওঠানামা)। অনেকেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। অন্তিমে যখন খড়ের গাদায় আগুন লাগবে তখনই দৃঢ় বিশ্বাসে অটল হবে। এখন অনেক যুকিত সহকারে বোঝাতে হবে। ভালো-ভালো বাচ্চারা নিরন্তর সাভিসের মধ্যেই থাকে। তারা হৃদয়ে বসে আছে। অনেকেই খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। তারা অনেক পরিশ্রম করে। সাভিসের জন্য তাদের খুব আগ্রহ থাকে। যার মধ্যে যে গুণ রয়েছে বাবা তা র্বণন করেন । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সাভিসে প্রতিটি অস্থি দিতে হবে, কোনও বিষয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়। সবাইকে সাভিস দ্বারা সুখ দিতে হবে, দুঃখ নয়।

২) নিশ্চয়ের (দৃঢ় বিশ্বাসের) শকিতর দ্বারা নিজের অবস্থাকে অটল বানাতে হবে। যে শ্রীমত পাওয়া যায়, তার মধ্যেই কল্যাণ আছে, কেননা রেসপন্সিবল হলেন বাবা, সেইজন্য চিন্তা করা উচিত নয়।

বরদানঃ- সহজযোগকে নেচার আর ন্যাচারাল করে তুলে প্রতিটি বিষয়ে পারফেকট ভব

যেমন তোমরা হলে বাবার সন্তান, এর মধ্যে কোনো পারসেন্টেজ নেই, একইভাবে নিরন্তর সহজযোগী বা যোগী হওয়ার স্টেজেও পারসেন্টেজ সমাপ্ত করতে হবে। ন্যাচারাল (স্বাভাবিক) নেচার (স্বভাব) হয়ে যাওয়া উচিত। যেমন কারো বিশেষ নেচার থাকে, ঐ নেচারের বশীভূত হয়ে চলতে না চাইলেও সেটাকে নিয়েই চলে। তেমনই এই সহজযোগী হওয়াও যেন স্বাভাবিক নেচার হয়ে যায়। কি করব, কিভাবে যোগযুকত হব — এইসব বিষয় ভাবনা থেকে দূর হয়ে গেলে প্রতিটি বিষয়ে পারফেকট (নিখুঁত) হয়ে যাবে। পারফেকট র্অথাৎ এফেকট (প্রভাব) আর ডিফেকট (ত্রুটি) থেকে মুকত।

স্লোগানঃ- - সহন করতে হলে খুশি মনে করো, বাধ্য হয়ে নয় ।